পাত্র-পাত্রীগণ

—পুরুষ—

গণেশ, কার্ত্তিক, নন্দী, ভূতো, ভৃঙ্গী,

গোপীকান্ত পরামাণিক	...	জনৈক প্রৌঢ় গৃহস্থ
পট্‌লা	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র
গণ্‌শা	...	ঐ কনিষ্ঠপুত্র
কালাচাঁদ পতিতুণ্ডি	...	জনৈক মুদী
চিন্ময় চতুর্ব্বেদী	...	জনৈক ভদ্রলোক
ন'কড়ি মজুমদার	...	জনৈক বৃদ্ধ
মাখন	...	তরুণ প্রেমিক

ম্যাজিষ্ট্রেট, পাহারাওয়ালাদ্বয়, এ-আর-পি ভলাণ্টিয়ার, পথিকদ্বয়, দুজন গাঁটকাটা, পাগ্‌লা, বর, পেয়াদা, উড়ে ঠাকুর, পেশকার।

—স্ত্রী—

দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জয়া, বিজয়া, দেববালাগণ

গিন্নী	...	গোপীকান্তের স্ত্রী
মালতী	...	ন'কড়ির চতুর্থ পক্ষ
ভূতি শ্রীমতী সবুজ	...	ভূতোর স্ত্রী-দ্বয়
খেঁদী বুঁচি	...	গোপীকান্তের কন্যাদ্বয়

কনে, ঝি, রঙ্গিণীগণ।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেবর্গ

নাট্য-পরিচালক—শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্, সি

সঙ্গীত-পরিচালক—শ্রীরঞ্জিত রায়

নৃত্য-পরিচালক—শ্রীরতন সেনগুপ্ত

শ্রীদুর্গা	..	উষারাণী
লক্ষ্মী	...	রাধা (ছোট)
সরস্বতী	...	সরস্বতী
জয়া, ঋি	...	করুণাময়ী
বিজয়া	...	কমলাবালা
গিন্নী	...	নীরদা-সুন্দরী
মালতী	...	অর্পণা দাস
সবুজপক্ষ, কনে	...	উমা-মুখার্জ্জী
ভূতি	...	রেণুকা দেবী
কর্ত্তার কন্যাদ্বয়	...	আশালতা, প্রভা

রঙ্গিনীগণ—রেণুকা দেবী, রাধা (বড়), রাধা (ছোট), প্রভা, আশালতা, ইন্দু, বীণাপাণি, সরস্বতী, মুক্ত, পরীরাণী প্রফুল্লবালা, উমা, কমলা (ছোট), তারা, জোৎস্নাময়ী (পটল) বেলারাণী।

গণেশ	...	বিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কার্ত্তিক ও পাগলা	...	শান্তি মুখোপাধ্যায়
নন্দী ও মাখন	...	অমল বন্দোপাধ্যায়
ভৃঙ্গী ও বর	...	মৃণাল ঘোষ
ভূতেশ্বর ও গোপীকান্ত	...	রঞ্জিত রায়
ম্যাজিষ্ট্রেট	...	ভানু চট্টোপাধ্যায়
নকাড়	...	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
কালাচাঁদ	...	নারাণদাস মিত্র
চিন্ময়	...	অনাদি গাঙ্গুলী
১ম গাঁটকাট	...	অরুণ চট্টোপাধ্যায়
২য় ,,	...	জীবন মুখোপাধ্যায়
২য় পথিক, পেশকার ও সিভিকগার্ড		ললিত সিংহ
পাহারাওয়ালা দ্বয়	...	অমৃত রায় সন্তোষ শীল
এ-আর-পির লোক	...	চণ্ডী অধিকারী
পটলা	...	কেষ্ট দাস
গণশা	...	প্রশান্ত কয়াল
উড়ে ঠাকুর	...	শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
পেয়াদা	...	সন্তোষ বর্ম্মণ
১ম পথিক	...	রেবতী বাবু

দৃশ্য-পরিকল্পনা	...	মহম্মদ জান
আলোক-নিয়ন্ত্রণকারী	...	ও, রহমন, হাসান আলী, পঞ্চু চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ দাস
স্মারক	...	শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়
হারমোনিয়াম বাদক	...	রতন দাস
পিয়ানো	...	কুমুদ ভট্টাচার্য্য
ক্ল্যারিওনেট	...	বিজয় ঘোষ
পিক্‌লু	...	বিষ্ণু মিত্র
বেহালা	...	সুশীল চক্রবর্ত্তী
তবলা	...	হরিপদ দাস
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	জান্ আলম্।

ভীষণ ভূমিকা

নাটক লিখলেই সব নাট্যকারের পক্ষে ভূমিকা লেখা একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার নাও হ'তে পারে কিন্তু আমার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। প্রকৃত পক্ষে এটা নাটকই নয়—রঙ্গনাট্য—Pantomime এর আদর্শে রচিত। পাঁচরকম নাচ, গান, হাল্কা হাসির সহযোগে সবাইকে কিছুক্ষণ আনন্দ দেওয়া উদ্দেশ্য—এর মধ্যে বিরাট ভাব, বিষম সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা কিছুই নেই—নিতান্ত হাল্কা হাসির গ্যাস দিয়ে ফানুসের মত ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে এবং ফানুসের স্থায়িত্বের ক্ষণিকতা নিয়েই এর আবির্ভাব।

বন্ধু বান্ধব ও বাংলার রসিক জনসাধারণ সামান্য ঘণ্টা দুয়েক সময় একটু আনন্দ ক'রে গেছেন এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার!

এই রঙ্গ নাট্যের রচনা সম্বন্ধেও অনেক কিছু রঙ্গের ব্যাপার আছে; সেটা পাঠকদের একটু জানাবার আছে। বেতারের বহু কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থেকে আমার অবসরের একান্ত অভাব—কোন কিছু ব'সে ব'সে রচনা করা আমার পক্ষে সত্যি অসম্ভব এবং ইতিপূর্ব্বে যা-কিছু হাসির রচনা আমি ক'রেছি তা আমার সাহিত্যিক বন্ধু বান্ধবদের জোর ক'রে লিখিয়ে নেওয়া—সেগুলি বলপ্রয়োগ ক'রে এক রকম লেখানো বলা চ'লতে পারে। আমি সাহিত্যিক নই সাহিত্যের ভক্ত—বিনয়বশতঃ ব'লছি না বিশ্বাস মতে ব'লছি—কিন্তু বাংলাদেশে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন যাঁদের অত্যাচারে মাঝে মাঝে আমি লিখতে বাধ্য হই, যথা "দীপালীর" প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক কবিবর শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, "শনিবারের চিঠির" স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস, "ভগ্নদূত" সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার বসু, "স্বদেশ" সম্পাদক "শ্রীকৃষ্ণেন্দু

ভৌমিক" "বেতার জগৎ" সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, "মডার্ণ রিভিউয়ের" সহযোগী সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সু-সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বেতারের বাণীকুমার, চিত্রগুপ্ত ইত্যাদি।

নানাভাবে এঁরা আমাকে দিয়ে অনেক কৌশলে কিছু কিছু লিখিয়ে নিয়েছেন এবং সেগুলি ছাপিয়েছেন এবং আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বড় বড় সভার মাঝে সেইগুলিই পড়িয়েছেন, দেখেছি লোকে হেসেছেন। লোকে হাসাবার জন্যে যদি কিছু রচনা করতে হয় তা হ'লে আমার রাস্তা বেশ খোলা হ'য়ে গেছে। কথায় বলে 'এমন কিছু ক'রোনা যাতে লোক হাসে' কিন্তু বিপদ হ'য়েছে এই যে আমার কোন কথাই কেউ গম্ভীরভাবে নিচ্ছেন না হেসে ফেলছেন। যাক্ আমার মূল্যে যদি পাঁচজন হাসেন সেটা একদিক দিয়ে সুখের বিষয়।

ইতিপূর্ব্বে আমি কয়েকটি ব্যঙ্গ-নাটিকা রচনা ক'রেছিলুম। ছাপার অক্ষরে দীপালী, শনিবারের চিঠি, নাচঘর, বেতার জগৎ ও অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রিকায় তা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার, সিনেমা ও রঙ্গ-গৃহ অভিনয়ের জন্যে নিয়ে গেছেন এবং তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা ক'রে ছন—বই আকারে একমাত্র বেতারের রঙ্গনাট্য "ঝঞ্ঝা" ছাড়া আর কিছু প্রকাশিত হয়নি। "ঝঞ্ঝা" সম্পূর্ণ বেতার শ্রোতাদের জন্য লিখিত হ'য়েছিল ব'লে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে বন্ধু-বান্ধবদের হাতে দেবার জন্য মুদ্রণ করিয়েছিলুম—সর্ব্বসাধারণের হাতে দেবার জন্যে কোন ব্যবস্থা করিনি।

প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে "ব্ল্যাক্-আউট" বইটিই আমার প্রথম পুস্তক—বাজারে দাম নিয়ে লোকের হাতে দেবার ব্যবস্থা হ'ল। জানি, বাংলাদেশে কেউ পয়সা দিয়ে হয়তো বই কিনবেন না, তবু সাহিত্য-পরিষদের ক্যাটলগে আমার নামটা থাক্‌বে তো—তা'হলেই হ'ল।

বেতারে 'ব্ল্যাক্-আউট্' বইটির একটি দৃশ্য হঠাৎ খেয়ালের বশে লিখেছিলুম। সেই দিনই রাত্রে তা দশ মিনিট মাত্র অভিনয় হয়—তারপরই হিজ্ মাষ্টারস্ কোম্পানী এক পক্ষ কালের মধ্যে তা' রেকর্ড করেন এবং দু'খানি পত্রিকা সেই দৃশ্যটি মুদ্রিত করেন। তারপর সহসা একদিন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মিনার্ভার বর্ত্তমান প্রয়োগ শিল্পী ও পরিচালক বন্ধুবর শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ বি. এস্, সি মহাশয়কে নিয়ে এলেন গল্প গুজব ক'রতে, তার সঙ্গে এলেন শ্রীরঞ্জিৎ রায় এবং পরে তিনজনেই আমায় সমস্বরে ব'লে উঠলেন যে ব্ল্যাক-আউট ব'লে যে ক্ষুদ্র নক্সাটি আছে ওটিকে সামান্য একটু বাড়িয়ে লিখে দিতে হবে—আধঘণ্টা আন্দাজ অভিনয় করা চ'লবে। রঞ্জিৎ বাবু কিছুদিন পরে মিনার্ভায় এসে যোগদান ক'রেছেন, কালীপ্রসাদ বাবুও তাই—অতএব দু'জনেই যাতে একটু কিছু নতুনত্ব ক'রে কিছুদিনের জন্যে হাঁফছাড়তে পারেন তার ব্যবস্থা ক'রে দিতেই হবে—ইতি মধ্যে তাঁরা একখানা বড় বই অভিনয়ের জন্যে ধ'রবেন। বহু চেষ্টা ক'রেও কালীবাবু ও রায় মহাশয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল না। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কালীবাবুর পুস্তকের মূলবস্তুর জন্য তাগাদা ও রঞ্জিৎ বাবুর গানের তাগাদায় অস্থির হ'য়ে লিখতে বসলুম—পাঁচ ছ'পাতা লেখা হবার পরই রঞ্জিৎবাবুর সশরীরে প্রবেশ ও সেইটুকু শ্রবণ ও আনন্দে লম্ফ প্রদান—কালীপ্রসাদ বাবুকে সংবাদ দান ও তাঁর অসময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আগমন ও যে কয়টি পাতা সম্পূর্ণ লিখেছিলুম তাই নিয়ে প্রস্থান।

এর পর থেকে কালীপ্রসাদবাবু আমায় আর ছাড়েন নি, তিনদিনের মধ্যে আমায় ক্রমশঃ বাড়িয়ে যান ব'লতে ব'লতে যখন বইটি প্রায় দু' ঘণ্টার কম অভিনয় হবে না ব'লে তাঁর মনে হ'ল তখন তিনি মহলাতে আমায় টেনে নিয়ে গেলেন এবং বইখানি শুনে এত খুসী হ'য়ে উঠলেন যে উৎসাহের আতিশয্যে উত্তেজিত হ'য়ে আমার হাত থেকেই কলম কেড়ে নিয়ে প্রস্তাবনার "ব্ল্যাক-আউট্" গানটি ও "বরকনের একটি সুদীর্ঘ গান

(উপন্যাস ব'ললেও চলে) লিখে ফেল্‌লেন—তাছাড়া শেষ দৃশ্যের প্রথম কয়েকটি প্যারাই লিখে ফেলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর বোধ হয় ভাবলেন তাইতো লেখক স্বয়ং ব'সে রয়েছেন, আমি ক'রছি কি, ভেবে আমার কলমটি আবার আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন, নিন মশাই তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ ক'রে দিন! এইভাবে ব্ল্যাক-আউট্ লেখা শেষ হ'ল। আরম্ভ হ'ল সাজ পোষাক তৈরী, মহলা ইত্যাদি। সময়াভাবে আমার একটি নৃত্য-পরিকল্পনা মনের মধ্যেই আল্‌পনা একে রেখে গেল—অবশ্য তার পরিচয়টুকু 'আলো আঁধারি' শিরোনামায় ভূষিত ক'রে বইয়ের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ক'রে দিয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসাদ বাবু ও রঞ্জিৎবাবুর অসাধারণ উৎসাহ না থাকলে ব্ল্যাক্-আউট্ লেখা হ'য়ে উঠতো না—সেজন্য সমস্ত প্রশংসা এঁদের প্রাপ্য। আমার জন্যে যদি কারুর কিছু দিতে বাকী থাকে দেবেন। নৃত্যে রতন সেনগুপ্ত, সুর যোজনায় রঞ্জিৎ বাবু যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর একটি কথা সুহৃদ্বর কাজীনজরুল ইস্‌লাম ভূতেশ্বরের দু'খানি গান রচনা ক'রে দিয়ে এবং আমায় তা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

প্রথম নাট্যাভিনয় রজনীতে উপস্থিত থেকে নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খুসী হ'য়ে আমায় অভিনন্দিত ক'রে গেছেন, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত মহাশয় আমার রঙ্গ-চনার চিরদিনই পক্ষপাতী তিনিও যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ ক'রে গেছেন, নাট্যকার ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, নাট্যকার ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের খুসী হওয়াটাকে প্রকাশ ক'রতে দ্বিধা করেন নি। এই সম্পর্কে এখনও অনেকের নাম করা উচিৎ কিন্তু তাতে শুধু আমার ছাপার খরচ বাড়বে এবং আমার তথাকথিত বন্ধুরা চ'টে যাবেন। অভিনেতৃবর্গ সত্যই তাঁদের প্রাণদিয়ে অভিনয় করবার চেষ্টা ক'রেছেন সেজন্য তাঁরা আমার ধন্য বাদাই

রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ তো দিতেই হয় কারণ বইটি বন্ধ ক'রে দিতে কতক্ষণ ?

অনেক আজে বাজে কথা লিখলুম—সার্টিফিকেটের তালিকাও বড় কম দিতে হ'ল না—এর একমাত্র উদ্দেশ্য এতগুলো নামজাদা লোকের নাম করাতে যদি বইটা বাজারে কাটে এবং আমার খরচাটা ওঠে।

যদি কোন সৌখীন সম্প্রদায় অভিনয় ক'রতে চান তাঁরা ইচ্ছা ক'রলেই এটা অভিনয় ক'রতে পারেন কৈলাসের দৃশ্য বাদ দিয়ে শুধু মর্ত্ত্যলোকের দৃশ্যগুলি অভিনয় ক'রলেই ঘণ্টা খানেক বা সওয়া ঘণ্টা কেটে যাবে। রঙ্গিনীগণের গানের পরিবর্ত্তে মর্ত্ত্যলোকে রংদারগণের কোরাস্ হ'লেও আটকাবে না—গানের মানে নারী পুরুষ ভেদে বদলে যাবার মত নেই।

ইতি

গ্রন্থকার—